প্রেসিডেন্ট এরশাদ বুধবার ঢাকায় বিজয় সরণীতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আয়োজিত চতুর্থ জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলনে ভাষণ দেন

শিক্ষক সমাবেশে প্রেসিডেন্ট এরশাদ

বেসরকারী শিক্ষকরা ১০% ডিএ পাবেন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ আগামী ১লা জুলাই থেকে দেশের সকল বেসরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের শতকরা ১০ ভাগ মহার্ঘভাতা দেবার কথা ঘোষণা করেছেন।

একই সঙ্গে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ তহবিল গঠন এবং বেসরকারী সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলেও তিনি ঘোষণা করেছেন।

প্রেসিডেন্ট গতকাল জাতীয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই ফেডারেশনের চেয়ারম্যান। বিজয় সরণী সংলগ্ন ময়দানে অনুষ্ঠিত মহাসম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যক্ষ এ কে এম শহীদুল্লাহ ভাইস চেয়ারম্যান কাজী ফারুক আহমদ, অধ্যাপক আলী রেজা ও শেখ আমানুল্লাহ। দেশের ৬৪টি জেলা থেকে আগত হাজার হাজার শিক্ষকের করতালির মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট তাদের দীর্ঘদিনের

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

বেসরকারী শিক্ষকরা

(প্রথম পৃঃ পর)

কাঙ্ক্ষিত সুযোগ সুবিধার ঘোষণা দেন।

ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ পুষ্পমাল্য অর্পণ ও উষ্ণ আলিঙ্গনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান। শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে প্রেসিডেন্ট মহাসম্মেলনে প্রবেশ করেন। মহাসম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দ ও কয়েকজন কূটনীতিক উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট আরও ঘোষণা দেন যে ১লা জুলাই থেকে প্রতিমাসেই বেসরকারী শিক্ষকদের সরকারী মঞ্জুরী প্রদান করা হবে।

তিনি বলেন, ১লা জুলাই থেকে থেকে সকল সরকারী স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা সরকারী চাকরিজীবীদের ন্যায় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন। এছাড়া জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষকদের চাকরি ইফেকটিভ সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত এবং নবগৃহীত কলেজগুলিতে এনাম কমিটির সুপারিশ মোতাবেক শিক্ষকদের নিয়মিত করা হবে।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষকদের সমাজের মাথার মুকুট, পরম শ্রদ্ধেয় অভিহিত করে বলেন, তাদের অনেক সমস্যা রয়েছে। তিনি বলেন যে সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এদের সম্মানের আসনে রাখতে চাই। তাদের আরও অনেক দাবী রয়েছে। আগামী দিনগুলিতে ক্রমান্বয়ে তাদের অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা হবে।

প্রেসিডেন্ট এরশাদ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন বছরে প্রত্যেক শিক্ষক যদি অন্তত দশজন লোককে নিরক্ষরতা থেকে মুক্তি দেন। তা হলে ১০/১৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাবে।

তিনি শিক্ষকদের জনসংখ্যা সীমিত করার উদ্দেশ্যে জনগণকে অনুপ্রাণিত ও শিক্ষিত করার আহবান জানান।

প্রেসিডেন্ট শিক্ষাঙ্গণকে সন্ত্রাসমুক্ত করার আহবান জানিয়ে বলেন, আমাদের জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছে সন্ত্রাস। এই সন্ত্রাস নির্মূল না করলে আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিক্ষাঙ্গণে আর রক্তপাত হবে না—এই মহান ব্রত পালন করলে জাতি চিরকাল শিক্ষকদের কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

প্রেসিডেন্ট বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

তিনি এই সঙ্গে মাদকাসক্ত যুবকদের সৎ পথে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা পালনের আহবান জানান।

শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ বক্তৃতা প্রসঙ্গে শিক্ষাঙ্গণ থেকে নৈরাজ্য দূর করা এবং শিক্ষার্থীদের গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকরা প্রেসিডেন্ট এরশাদের সকল নির্দেশ মেনে চলবে বলে ঘোষণা করেন।

ফেডারেশনের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ আমানুল্লাহ বলেন, শিক্ষাঙ্গণকে কলুষমুক্ত ও শিক্ষার মানোন্নয়ন করার জন্য শিক্ষকদের পক্ষ থেকে সহযোগিতার অভাব হবে না।